25 OCT 2017

সরকারি বিধান অমান্য

সুবিধা নিচ্ছেন শাবিপ্রবির চার কর্মকর্তা

আব্দুল্লাহ আল মনসুর, শাবিপ্রবি ▷

সরকারি বিধান অমান্য করে চাকরিতে সুবিধা ভোগ করছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) চার কর্মকর্তা। বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান হওয়ায় তাঁরা তৃতীয় গ্রেডের কর্মকর্তা। কিন্তু সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে তাঁরা দ্বিতীয় গ্রেডে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন। একই সুবিধা নিয়ে চলতি বছর অবসরে গেছেন সাবেক চিফ মেডিক্যাল অফিসার মাহবুব আ'হমেদ। জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী তাঁদের তৃতীয় গ্রেড থেকে দ্বিতীয় গ্রেডে যাওয়ার সুযোগ নেই। সংশ্লিষ্টদের দাবি, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সম্পর্কে কোনো ধরনের পরিবর্তন সিন্ডিকেট করতে পারে না। ওই চার কর্মকর্তা হলেন হিসাব পরিচালক আ ন ম জয়নাল আবেদীন, লাইব্রেরিয়ান আব্দুল হাই ছামেনী, মহাবিদ্যালয় পরিদর্শক প্রদীপ কুমার বসাক ও প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ হাবিবুর রহমান।

জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯-এর ৭(৩) অনুযায়ী, প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তারা নিজ বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার এক বছর পর তাঁর চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে এবং এসংক্রান্ত প্রচলিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে তাঁর পদের বেতন স্কেলের পরবর্তী উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) হিসেবে পাবেন। তবে পদোন্নতি ব্যতিরেকে একই পদে পুরো চাকরি জীবনে তাঁরা একটির বেশি উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাবেন না এবং এরূপ উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯-এ চতুর্থ স্কেলের উর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা পাবেন না।

এ নিয়ম অনুসারে ওই কর্মকর্তাদের কোনোভাবেই তৃতীয় গ্রেড থেকে দ্বিতীয় গ্রেডে যাওয়ার সুযোগ নেই। অথচ আব্দুল হাই ছামেনী ও হাবিবুর রহমান ২০১৩ সাল এবং জয়নাল আবেদীন ও প্রদীপ কুমার বসাক যথাক্রমে ২০১৪ ও ২০১৫ সাল থেকে দ্বিতীয় গ্রেডের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছেন।

অফিস আদেশে দেখা যায়, তৃতীয় গ্রেডের বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার এক বছর পর ছামেনীকে ৪ এপ্রিল ২০১৩, হাবিবকে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩, জয়নালকে ৩০ মার্চ ২০১৪ ও প্রদীপকে ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ সালে সিলেকশন গ্রেড হিসেবে দ্বিতীয় গ্রেড দেওয়া হয়।

সিন্ডিকেটের ৯৩তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই চার কর্মকর্তা সিলেকশন গ্রেড পেয়ে দ্বিতীয় গ্রেডের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন বলে জানা যায়। ২৩ নভেম্বর ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট ৯৩তম সভার ১৫তম সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, তৃতীয় স্কেলে কর্মরত কর্মকর্তারা তাঁদের বেতন স্কেলের শেষ সীমায় পৌঁছার এক বছর পর তাঁদের পরবর্তী (দ্বিতীয়) স্কেল সিলেকশন গ্রেড হিসেবে দেওয়া যাবে। এ সিদ্ধান্ত জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯-এর ধারা ৭-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তার পরও শুধু সিন্ডিকেটের অনুমোদনে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছেন ওই চার কর্মকর্তা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. সাজেদুল করিম বলেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন কর্মকর্তা (অবসরে যাওয়া একজনসহ) শুধু সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে তৃতীয় গ্রেডে থেকে দ্বিতীয় গ্রেড নিচ্ছেন। যেটা বেআইনি।'

অধ্যাপক করিম দাবি করেন, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিবর্তন সম্পর্কে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেট নিতে পারে না। একই ধরনের কথা বলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. সৈয়দ সামসুল আলম।

সরকারি নীতিমালা ভঙ্গ করে কেন দ্বিতীয় গ্রেডের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন জানতে চাইলে আব্দুল হাই ছামেনী ও প্রদীপ কুমার বসাক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। যোগাযোগের চেষ্টা করেও অন্য দুই কর্মকর্তাকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

সিন্ডিকেটের সচিব ও রেজিস্ট্রার মো. ইশফাকুল হোসেন দাবি করেন, কোনো নিয়মের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে ওই চার কর্মকর্তা দ্বিতীয় গ্রেড পেয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমি তো নতুন। বিষয়টি আমি জানি না। হয়তো সিদ্ধান্তগুলো আগে নেওয়া হয়েছে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

উপাচার্য বলেন, 'আমি সব সময় নিয়মের মধ্যে থাকব। নিয়মের বাইরে গেলেই সমস্যা। নিয়মের মধ্যে যা থাকবে সেটাই হবে। এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারো প্রতি যাতে কোনো অবিচার না হয় কিংবা কেউ যাতে বঞ্চিত না হয়-এ বিষয়টি আমি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব। আমি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সমানভাবে কাজ করব।'